মিঠু হরিজন ও একটি অবাস্তব গল্প

বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়

তখনও ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব মাঝে মধ্যে কলকাতাতেও হ'ত। উৎসবের কয়েকটা দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছবি দেখে বেড়াতাম। সেই রকমই একটা উৎসবে (সময়টা ১৯৯৭৩/৭৪ হবে) অনেক ছবির ভিড়ে হঠাৎ একটা ছবির ওপর আমার চোখ আটকে গেল। ছবিটা হল জাপানের বিখ্যাত চিত্র পরিচালক নাগিমা ওশিমার ছবি ডেথ বাই হ্যাঙ্গিং (১৯৬৮)।

ছবির গল্পটা ছিল এক ধর্ষকারী কোরিয়ান যুবকের ধর্ষণের অপরাধে ফাঁসি হচ্ছে। কিন্তু ফাঁসি দেবার পরে যুবকটির মৃত্যু হল না। তখন তাকে নিয়ে এসে কর্তাব্যক্তিরা ধর্ষণ কাণ্ড অভিনয় করে যুবকটির স্মৃতি ফেরানোর চেষ্টা করছেন। ছবির বাকি অংশটি না দেখেই আমি বেরিয়ে এসেছিলাম। ঐ ফাঁসি দেবার পরও যুবকটি মরল না এবং তাকে অভিনয়ের মাধ্যমে বোঝানো শু হয়েছে -- এই ঘটনাই আমার মাথায় ঘোরাফেরা করতে লাগল। মনে মনে একটা নাটক লেখার তাগিদ অনুভব করতে লাগলাম। কিন্তু বাংলা মঞ্চের জন্যে তো একটা ধর্ষনের ঘটনা নিয়ে নাটক লেখা যায় না। এমন সময় হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল ১৯৭১ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর থেকে আমার কর্মস্থলে (সিমেন্স ইন্ডিয়া লিঃ) চার মাস লক্আউট হয়েছিল। রাত দপ্তরের সামনে তাঁবু খাটিয়ে বসে আড্ডা মারতাম। প্রথম মাসের মাইনে পেলাম না অতটা বুঝিনি কিন্তু দ্বিতীয় মাসও যখন ওইভাবে গেল তখনই সহকর্মীদের মুখের চেহারা পাল্টাতে দেখলাম। আর তখনই হঠাৎ আমার মনে হল -- আমার সহকর্মী মিঠু হরিজনইতো (কে জানে মিঠু হরিজন আজ ও বেঁচে আছে কিনা) আমার ক-মণ্ডল কমল ধরলাম, তিন রাত্রে লিখে ফেললাম 'একটি অবাস্তব গল্প' আর তারপর তো...

চরিত্র ঃ ঘোষক। জেলার। ডাক্তার। বাচস্পতি। অহীন। কমল। নকুল । কেষ্ট। রাম সিং ও ক মণ্ডল।
(মঞ্চটি দুই ভাগে বিভক্ত। একদম পেছনে একটা কালো পর্দা -- তার সামনে ফুট দুয়েক এগিয়ে একটা কালো পার্টিশান পুরো মঞ্চ জুড়ে দুই উইংসেচলে গেছে। এই পার্টিশানটার মাঝখানে একটি বড়সড় জানলা কাটা আছে। সেখান দিয়ে দেখা যাচ্ছে একটা ফাঁসির দড়ি ওপর থেকে ঝুলছে। খালি মঞ্চের একধারে ঘেঁসে ঘোষক দাঁড়িয়ে)
ঘোষক ঃ নমস্কার -- একটা কথা প্রথমেই বলে রাখি -- আপনারা আজ যে নাটকটি দেখবেন তার গল্পটি কিন্তু অবাস্তব। মানে বাস্তবে এ ঘটনা ঘটা কখনোই সম্ভব নয়।
আচ্ছা, একটা কথা আপনাদের জিজ্ঞাসা করি। আপনারা কি মৃত্যুদণ্ডের পক্ষে? আর সে ন্যায়দণ্ড যদি ফাঁসি হয়? জানি আমাদের মধে যে শতকরা ৬১ জন হ্যাঁ বলবেন তাদের যদি জিজ্ঞেস করি আচ্ছা ফাঁসি ব্যাপারটা সম্বন্ধে কোন ধারণা আছে আপনাদের? মানে ফাঁসি কিভাবে দেওয়া হয়? আপনারা না বলবেন। আমি জানি না -ই বলবেন আপনারা। কেন না যাঁরা ফাঁসি দেন তাঁরা বাইরে এসে মুখ খোলেন না আর যাদের ফাঁসি হয় তারা পরে এসে বলতে পারেন না যে মশাই আমার এই ভাবে ফাঁসি হয়েছিল। তাই বলেছিলাম -- চলুন একটা চান্স নেওয়া যাক -- আজ এক জনের ফাঁসি হবে, আপন

াদের দেখিয়ে নিয়ে আসি। হ্যাঁ, খড়দহের ক মণ্ডলের ফাঁসি হবে। আজ থেকে পাঁচ বছর আগে এই ক মণ্ডল তার স্ত্রী চাঁপার াণীকে গলা টিপে খুন করে এবং এই দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে আইনের রথী মহারথীরা আইনের অনু - পরমানু ঘেঁটে ক মণ্ডলকে দোষী সাব্যস্ত করেছেন এবং ওর ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন। আজ ক মণ্ডলের ফাঁসি হবে। এখন সময় ভোর সাড়ে তিনটে। ক মণ্ডলকে স্নান করান হয়েছে। তাকে নতুন ধুতি পাঞ্জাবী পরানো হয়েছে। জেলার সাহেব সস্নেহে তাকে জিজ্ঞেস করছেন সে কি খেতে ভালবাসে? সববাইকে চম্‌কে দিয়ে সে বললেছে সে ভোরবেলা লঙ্কা পোড়া দিয়ে পান্তাভাত খেতে ভ ালবাসে।

(হঠাৎ ঘোষকের ওপর থেকে আলো সরে যায়। অন্য একটা জোনাল আলোয় দেখা যায় জেলার সাহেব ও জেলার ডাক্ত ার দাঁড়িয়ে আছেন)

জেলার ঃ আরে মশাই আমি কোথায় ভাবলুম ব্যটাচ্ছেলে সারাজীবন ভালমন্দ খেতে পায় নি, নিশ্চয়ই সন্দেশ রসগোল্লা খেতে চাইবে। আমি নিজে গিয়ে বাজারের সেরা মিষ্টি- দই সব কিনে আনলুম আর ব্যাটা বলে কিনা লঙ্কা পোড়া দিয়ে প ান্তাভাত খাবে! বলুন দেখি আমি এখন পান্তাভাত পাই কোথায়?

ডাক্তার ঃ আমি বলছিলাম জেলার সাহেব ভাতে জল ঢেলে দিলেই'ত পান্তাভাত হয়ে গেল।

জেলার ঃ আরে ধ্যুর মশাই এত সহজ? ফাঁসির আসামী আমি ওকে চিট্‌ করেছি শুনলে গবরমেন্ট আমায় টিট করে দেবে না! ও) ব্যাট া কি বিপদে ফেললে বলুন দিকি আমায়।

ডাক্তার ঃ আমি বলছিলাম কি জেলার সাহেব পান্তাভাত কি খাওয়াতেই হবে

জেলার ঃ আপনি বলেন কি ডাক্তার সাহেব, ফাঁসির আসামীর শেষ ইচ্ছে। ওকে পান্তাভাত না খাওয়ালে গবরমেন্ট আম ার চাকরী খাবে ব। ওঃ! কি বিপদেই পড়লুন বলুন'ত! পঁচিশ বছর সুনামের সঙ্গে চাকরী করে শেষে কিনা পান্তাভাতের জন্যে চাকরি যাবে। ওহে নকুল (একজন কনষ্টেবল এসে দাঁড়ায়)

নকূল ঃ বলুন স্যার

জেলার ঃ একবার আমার কোয়ার্টারে যাও। গিয়ে মেমসাহেবকে জিজ্ঞেস কর কাল রাতে ছোটখোকা ন্যাকার করছিলো বলে ভাত খা য়নি,, সেই ভাতগুলো কি ফেলে দিয়েছে?

নকুল ঃ (প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা স্যার।

জেলার ঃ আরে শোনো যাচ্ছো কোথায়? যদি বলেন, হ্যাঁ ফেলে দিয়েছি তবে তুমি পরিষ্কার বলে দিও যে বড়বাবু বলে দিয়েছেন আপ নি ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ি চলে যান, বড়বাবু চাকরী খুইয়ে দুদিন বাদে ওইখানে গিয়ে উঠবেন।

নকুল ঃ আচ্ছা স্যার।

জেলার ঃ আরো শোনো, যদি বলেন না ফেলে দিইনি, জল দিয়ে রেখে দিয়েছি তবে thank ক্স্যত্ত বলে সেই ভাতগুলো একটা থালায় করে নিয়ে আসবে, সঙ্গে চারটে লঙ্কা পোড়া।

নকুল ঃ (প্রস্থানোদ্যত) আচ্ছা স্যার।

জেলার ঃ আরো শোনো, যাবার সময়ে আফিসের টেব্‌লে দেখবে কিছু মিষ্টি আর এক ভাঁড় দই আছে। ওগুলো নিয়ে মেমসায়েবকে দে বে, ছোট খোকাকে খেতে দিতে বলবে।

নকুল ঃ (প্রস্তানোদ্যত) আচ্ছা স্যার।

জেলার ঃ না- না শোনো। দইটা ওকে দিতে বারণ করবে। ঘোল করে রাখতে বলবে আমি বাড়ি গিয়ে খাব।

নকুল ঃ আচ্ছা স্যার (দাঁড়িয়ে থাকে)।

জেলার ঃ কি হল দাঁড়িয়ে রইলে কেন?

নকুল ঃ না স্যার আর যদি কিছু বলার থাকে।

জেলার ঃ না, আর কিছু বলার নেই তুমি যাও।

নকুল ঃ আচ্ছা স্যার (প্রস্থানোদ্যত)।

জেলার ঃ আরে শোনো, একটু তাড়াতাড়ি এস। (আলো সরে এসে আবার ঘোষকের ওপর পড়ে)।

ঘোষক ঃ যাই হোক, অনেক কষ্ট করে জেলার সাহেব ক মণ্ডলের শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী তাকে পান্তাভাত খাওয়ালেন। ত

ারপর তাকে নিয়ে আসা হল ফাঁসির মঞ্চের কাছাকাছি একটা জায়গায়। সেইখানে সরকারী পুরোহিত শ্রীপঞ্চানন ব াচস্পতি মহাশয় প্রচুর থুতু ছিটিয়ে এবং লালা ঝরিয়ে তাকে গীতা পাঠ করে শোনালেন। (আলো সরে অন্য জোনে অ াসতে দেখা গেল, ক মণ্ডল দাঁড়িয়ে আছে। অ ার সামনে দাঁড়িয়ে পঞ্চানন বাচস্পতি গীতা পাঠ করছেন নিচু স্বরে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন জেলার সাহেব, ডাক্তার অফিসার অহীনবাবু আর কমলবা বু। তিনজন কনস্টেবল নকুল, র ামসিং আর কেষ্ট দাঁড়িয়ে। জেলার ঘড়ি দেখে বলবেন।)

জেলার ঃ ওঃ এই আর এক ল্যাঠা। ঠিক ৪টা ৫৫ মিনিটে ঝোলাতে হবে আর বাচস্পতি সেই থেকে কি অং বং চং করছে কে জানে।

ডাক্তার ঃ ইয়ে আমি বলছিলাম কি, একটু তাড়া মান না।

অহীন ঃ না ডাক্তার সাহেব তাড়া মারাটা ঠিক হবে না। বুঝলেন না সরকারী পুত।

জেলার ঃ তবে আর কি ---সরকারী পুত। আরে বাবা ঘড়ির কাঁটাতো আর সরকারী পুতের দিকে তাকিয়ে বসে থাকবে ন া। সেতো ট াইম হলেই পুৎ করে ঘুরে যাবে। ও মশাই বাচস্পতি আপনার হল? (বাচস্পতি হাতের ইশারায় তাকে চুপ করতে বলেন ।)

জেলার ঃ ও কমল, তোমরা সব রেডি'ত?

কমল ঃ আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

জেলার ঃ Hangman এসেছে তো?

কমল ঃ হ্যাঁ স্যার।

জেলার ঃ সবই'ত ঠিক আছে। কিন্তু বাচস্পতি এত দেরী করছে। ও মশাই বাচস্পতি আপনার হল? (বাচস্পতি মন্ত্র পাঠ শে, করে এ গিয়ে আসেন)

কমল ঃ হ্যাঁ স্যার।

জেলার ঃ সবই'ত ঠিক আছে। কিন্তু বাচস্পতি এত দেরী করছেয ও মশাই বাচস্পতি আপনার হল? (বাচস্পতি মন্ত্র পাঠ শেষ করে এগিয়ে আসেন)

বাচস্পতিঃ আপনি অত্যন্ত অর্বাচীন। দেখছেন একটা লোক পরপারে চলে যাচ্ছে তাকে একটু ঠাকুরের নাম শোনাচ্ছি।

জেলারঃ আরে থামুন মশাই। ঠাকুরের নাম! আপনি ওর কানের গোড়ায় বিড় বিড় করে ঠাকুরের নাম শোনাচ্ছিলেন না আমাদের খি স্তি করছিলেন শুনতে গেছি? বেশি কথা না বলে কাজ কন; একদম সময় নেই (আলো সরে ঘোষকের ওপর)

ঘোষক ঃ এইবার সবাই মিলে তাকে ফাঁসির মঞ্চের কাছে নিয়ে যায়। তার হাত দুটো পেছনে দিকে বাঁধা হয়। তার সমস্ত মুখটা একট া কালো কাপড়ের মুখোশে ঢেকে দেওয়া হয়। জেলার সাহেব ক মণ্ডলের অপরাধের পূর্ণ বিবরণ তাকে শুনিয়ে দেন এবং ম হামান্য আদালতের রায়ের বলে তার মৃত্যুদণ্ড হচ্ছে সেই রায়ের পূর্ণ বিবরণটি ভুল উচচারণে অনাবশ্যক হ াত পা ছুঁড়ে পাঠ করেন। তারপর ফাঁসির দড়িটা তার গলায় পরিয়ে দেওয়া হয়। জেলার সাহেব দশ থেকে নীচের দিকে গুনতে শু করেন এবং যেই শূন্যে এসে পৌছল, দড়িতে, টান পড়ে। ক - মণ্ডলের মাটির তলা থেকে কাঠের পাটাতনটা সরে যায়। তার দেহট া শূন্যে ঝুলে পড়ে। (ঘোষকের বর্ণনা অনুযায়ী সমস্ত ব্যাপারটা মঞ্চে ঘটতে দেখা গেল এবং পেছনের ক াটা জানলা দিয়ে দে খা যায় ক - মণ্ডলের দেহটা শূন্যে ঝুলে আছে।)

ঘোষক ঃ এইখানেই ক - মণ্ডলের জীবন শেষ, আমাদের নাটকের শু (এই কথা বলেই ঘোষক মঞ্চের বাইরে চলে যায়। মঞ্চের সাম নের অংশে আলো আঁধারিতে দেখা যায় জেলার, ডাক্তার, সবাইকে। পেছনে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোয় দেখা যায় ক- মণ্ড লের দেহ ঝুলে আছে। এইবার অহীনবাবু ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে পেছনের অংশে ক মণ্ডলের দেহের কাছে যান, তার হাতের বাঁধন ও মুখে ঢাকনা খুলে দেওয়া হয়। ডাক্তার ক মণ্ডলের নাড়ি দেখেন। দেখেই চমকে ওঠেন। আবার দেখেন এবং চিৎকা র করে মঞ্চের সামনে চলে আসেন)।

ডাক্তার ঃ My God! He is still alive!

জেলার ঃ Impossible! Absurd!

ডাক্তার ঃ Yes, I am sure he is still alive!
জেলার ঃ হতেই পারে না, ডাক্তার নিশ্চয় আপনার কোথাও ভুল হচ্ছে।
ডাক্তার ঃ ভুল, ভুল আমার হয় না। ডাক্তার হিসেবে মানুষ সব সময় বাঁচবে কিনা তা হয়ত ঠিক ঠিক সব সময় বলতে পা রি না কিন্তু ম ানুষ মরে গেছে কিনা ঠিক বলতে পারি।
বাচস্পতিঃ হবেই'ত মন্ত্রপাঠের সময় এত বাধা দেওয়া -- ও কাজ কি একবারে সফল হবে নাকি?
জেলার ঃ একবারে হবে না, মানে? ওকে কি আবার ফাঁসিতে দিতে হবে নাকি?
কমল ঃ কি করবেন স্যার, সরকারী হুকুম বলছে Hang till death.
জেলার ঃ কিন্তু এ কখনো হতে পারে নাকি! Doctor is it really possible?
ডাক্তার ঃ Well, I don't really ন্স্সভ্রক্ক সাধারণত ফাঁসি দেওয়ার পর থেকে দশ মিনিটের মধ্যে মানুষের নাড়ি থেকে যায় -- কিন্তু he is still alive.
জেলার ঃ অহীনবাবু---
অহীন ঃ বলুন স্যার --
জেলার ঃ (ক মণ্ডলের দেহটা দেখিয়ে) লাশটাকে নামিয়ে আনুন।
ডাক্তার ঃ Wellজেলার সাহেব You can't call it a লাশ। ঙ্রন্দ্ব নব্দ ব্দব্ধনপ্তপ্তত্রপ্তল্লন্দ্ব.
জেলার ঃ আরে থামুন মশাই, একটা কাজ সুষ্ঠুভাবে সারতে পারেন না। আবার আইন দেখাচ্ছেন। (ইতিমধ্যে অহীনবাবু ও অন্য কনস্টেবলরা মিলে ক মণ্ডলের বাঁধন খুলে তাকে মঞ্চের সামনের অংশে নিয়ে এসেছে। সে এখন অজ্ঞান অবস্থায়। তাকে মঞ্চের মাঝখানে শোয়ানো হয়েছে)।
জেলার ঃ ও কমল কি করব বল?
কমল ঃ কি বলবো স্যার কিছুই বুঝতে পারছি না। আচ্ছা স্যার, এক কাজ করলে হয় না? সবাই মিলে ধরাধরি করে আর একবার দ ড়িতে লট্কিয়ে জোরে জোরে তিন চার বার হ্যাঁচকা---
অহীন ঃ না কমলবাবু তাতে আইনে আটকাবে। আইন বলছে যে, যে লোকটার ফাঁসি হচ্ছে সে মৃত্যুর পূর্ব্ব মূহূর্তে জেনে যাবে যে সে এই অপরাধ করেছিলে তাই তার ফাঁসি হচ্ছে। ওর তো কোনো জ্ঞান নেই।
বাচস্পতিঃ আচ্ছা এক কাজ করলে হয় না? জলটল দিয়ে কোন রকমে জ্ঞানটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে প্রথম থেকে সমস্ত ব্যাপ ারটা আর একবার করলে---
জেলার ঃ প্রথম থেকে মানে? সেই পান্তাভাত থেকে? I am sorry আমার বাড়িতে আর পান্তা নেই।
অহীন ঃ না, না প্রথম থেকে সব কিছু করার কি দরকার কোন রকমে জ্ঞানটা ফিরিয়ে নিয়ে এসে রায়ের বয়ানটা শুনিয়ে দিলেই হবে ।
বাচস্পতিঃ ইঃ ইয়ারকি আরকি? আমি কি এখানে ঘাস কাটতে এসেছি নাকি? আমার একটা উপরি পাওনা মাঠে মারা য াবে -- তা হবে না। আপনারা ওর জ্ঞান ফিরিয়ে নিয়ে আসুন আমি আবার মন্ত্র পড়ে শোনাই।
জেলার ঃ দোহাই মশাই, আর মন্তরে কাজ নেই। আপনার ওই বোম্বাই অং বং চং শুনেই বোধহয় ওর প্রাণটা বেতে চ াইছে না। ডা ক্তার সাহেব দেখুন'ত কোন রকমে বেটার জ্ঞানটা ফিরিয়ে আনা যায় কিনা। (ডাক্তার এদিক ওদিক খানিক পরীক্ষা করে হঠাৎ ক মণ্ডলের দুপাশে পা রেখে ওর বুকের উপর চেপে বসে এবং ওর বুকে চাপ দিতে থাকেন। খানিকটা ম ারজুয়ানা হেঁইও ধরনের আওয়াজ করতে থাকেন)।
জেলার ঃ ও কি করছেন ডাক্তার সাহেব?
ডাক্তার ঃ (মারজুয়ানা হেঁইও সুরে) একে বলে -- হেঁইও। আরটিফিসিয়াল -- হেঁইও রেপিরেশন -- হেঁইও। এমনি করে...হেঁইও। (বড় বড়)
সকলে ঃ হেঁইও।
ডাক্তার ঃ হার্টের রোগীর।
সকলেঃ হেঁইও।

ডাক্তারঃ হার্ট বন্ধ
সকলে ঃ হেইঁও।
ডাক্তার ঃ হলে পারে।
সকলে ঃ হেঁইও।
ডাক্তার ঃ হার্ট টাকে
সকলে ঃ হেঁইও।
ডাক্তার ঃ চালু করে।
সকলে ঃ হেঁইও।
ডাক্তার ঃ এই জ্ঞান -- এসেছে জ্ঞান এসেছে -- জ্ঞান এসেছে।
সকলে ঃ হেঁইও
ডাক্তার ঃ নিন জ্ঞান এসে গেছে।
জেলারঃ এসে গেছে? কই দেখি দেখি -- সর সর -- সামনে থেকে সর। এই রাম সিং একটা চেয়ার নিয়ে এস জলদি জলদি। (সকলে ক মণ্ডলকে ঘিরে ধরে নানান টুকরো কথা বলতে থাকে। ইতিমধ্যে রাম সিং ভেতর থেকে একটা চেয়ার নিয়ে আসে মঞ্চের মাঝখানে সেটা রেখে ক মণ্ডলকে তার ওপর বসানো হয়। ক মণ্ডল শূন্য দৃষ্টিতে সামনের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে)
জেলার ঃ ডাক্তার সাহেব এইবার ওকে বোঝান যে স্ত্রী চাঁপারাণীকে গলাটিপে খুন করার জন্যে ভারতীয় দণ্ডবিধির এত ধ ারা অনুযায়ী ওকে আমরা ফাঁসিতে ঝোলাব।
ডাক্তার ঃ (ক মণ্ডলের পাশে গিয়ে) ভাই ক মণ্ডল, আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?
ক মণ্ডলঃ (না বোঝার ভঙ্গিতে) আমাকে কিছু বলছেন?
ডাক্তার ঃ হ্যাঁ তোমাকে বলছি ভাই, তোমার নাম ক মণ্ডল ভাই।
ক মণ্ডলঃ কই আমার মনে পড়ছে নাতো
ডাক্তারঃ পড়বে ভাই। আমার সাথে কথাবার্তা বললেই মনে পড়বে ভাই।
ক মণ্ডলঃ আমি এখানে কেন?
ডাক্তারঃ তোমার যে ফাঁসি হবে ভাই।
ক মণ্ডলঃ ফাঁসি কি?
বাচস্পতিঃ শাস্ত্রসম্মত উপায়ে গলায় দড়ি দিয়ে ঝোলানো।
জেলারঃ আঃ আপনি ফুটকাটা একটু বন্ধ করবেন?
ডাক্তারঃ ফাঁসি মানে হচ্ছে ভাই Hang till death মানে ভাই আমৃত্যু ঝোলানো। তোমাকে না আমরা ঝোলাবো।
ক মণ্ডলঃ আমাকে ঝোলালে কি হবে?
ডাক্তারঃ তুমি মরে যাবে।
ক মণ্ডলঃ মরা কি?
বাচস্পতিঃ বেঁচে না থাকা
ডাক্তারঃ তাহলে আপনিই বলুন। আমি চলে যাই
জেলারঃ (বাচস্পতিকে) দেখুন মশাই, আপনি যদি একটাও কথা বলেন খুব খারাপ হয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেব pleaseচা লিয়ে যান।
ডাক্তারঃ মরা মানে ভাই বেঁচে না থাকা।
ম মণ্ডলঃ বাঁচা কি?
ডাক্তারঃ বাঁচা মানে বাঁচা, এই যেমন আমরা বেঁচে আছি।
ক মণ্ডলঃ আমরা কি বেঁচে আছি?

জেলার ঃ লাও ! কি উত্তর দেবে দাও (ডাক্তার ওর দিকে তাকাতেই) Sorry ডাক্তার সাহেব।
ডাক্তার ঃ নিশ্চই বেঁচে আছে ভাই। এই তো তুমি বসে আছ। কাঠের চেয়ারে বসে আছ।
কেষ্ট ঃ (রাম সিংকে) ব্যাটা মাউরা তো মাউড়াই আপিসে এতগুলো ছারপোকাওয়ালা চেয়ার আছে তার একটা আনতে পারলিনে - ব্য াটা বসলেই মালুম পেতো বেঁচে আছে কি মরে গেছে
জেলার ঃ এই যে কেষ্ট, চার্জশীট খাবার মতলব যদি না থাকে তবে চুপ করে থাক।
ডাক্তার ঃ হ্যাঁ তুমি এখনও বেঁচে আছ ভাই। এই যে আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না?
ক মণ্ডলঃ আপনি কে?
ডাক্তার ঃ আমি ডাক্তার। মানুষের সেবা করি। মানুষকে বাঁচাই।
ক মণ্ডল ঃ আপনি মানুষকে বাঁচান?
ডাক্তার ঃ Usually,মানে সাধারণত।
ক মণ্ডল ঃ তবে এতক্ষণ আপনি আমার মরার কথা বলছিলেন কেন?
ডাক্তার ঃ ইয়ে মানে (জেলারকে) জেলার সাহেব, আমার আর এগুনো ঠিক হবে না। ব্যাপারটা খুব বেয়াড়া জায়গায় এসে গেছে।
বাচস্পতিঃ সন সন, সব সন দেখি। আমি দেখছি (এগিয়ে এসে) ওহে ক মণ্ডল চেন আমাকে?
ক মণ্ডল ঃ না।
বাচস্পতিঃ চেন না, ওঃ তোমার'ত চেনার কথাই নয় তোমার'ত আগে কখন ফাঁসি হয়নি। শোন, আমার নাম পঞ্চানন ব াচস্পতি, সরক ারি পুরোহিত। পূজো করি।
ক মণ্ডলঃ কি পূজো করেন?
বাচস্পতিঃ জেলের সব পূজা। জেলের দূর্গাপূজা, জেলের কালীপূজা, জেলের সরস্বতী পূজা। তারপর ধর গিয়ে স্বাধীনতা পূজো, গণত ন্ত্র পূজো, মায় অনুশাসন পূজো। জেলার সাহেবের বাড়ির শনিপূজোও করি আমি।
জেলারঃ এই মশাই ওটাকে আবার এর মধ্যে টানছেন কেন? ওটা'ত আপনার Unofficial duty.
ক মণ্ডলঃ এখানে কি কোনো পূজো হবে?
বাচস্পতিঃ হ্যাঁ বাবা পূজা হবে --- এখানে ফাঁসি পূজো হবে।
ক মণ্ডলঃ কই এখানে'ত কোনো ঠাকুর দেখতে পাচ্ছি না।
বাচস্পতিঃ দেখবে কি বাবা, ঠাকুরকে কি চোখ চাইলেই দেখা যায়, ঠাকুরকে উপলব্ধি করতে হয়।
জেলার ঃ ধ্যুর মশাই হাটুন ত। যত সব বোম্বাষ্টিক কথা ।(এগিয়ে গিয়ে) ওহে ক মণ্ডল, আমি ডাক্তারও নই পুতও নয় -- আমি হ লাম পুলিশ।
ক মণ্ডলঃ পুলিশ কি?
বাচস্পতিঃ পুলিশ হল তারা / চোর ধরে যারা।
জেলারঃ না। ভুল বললেন, পুলিশ হল তারা / পুত তাড়ায় যারা। আর একটা কথা বললে এখান থেকে বার করে দেব।
বাচস্পতিঃ ই বার করে দেবেন। কত সাধ্যি। আমি সরকারী পুরোহিত, সরকারী কাজে এসেছি ব্যাস্ -- আমাকে বার করে দেবার আপ নার কোন এত্তিয়ার নেই।
জেলারঃ আর একটা কথা বলে দেখুন। এত্তিয়ার আছে কি নেই বুঝিয়ে দেব। ওহে ক মণ্ডল যা বলছিলাম, তুমি তোমার স্ত্রী চাঁপারাণীকে গলা টিপে খুন করেছ, তার জন্যে তোমার ফাঁসি হবে।
ক মণ্ডলঃ চাঁপারাণী কে?
জেলারঃ চাঁপারাণী তোমার বউ যাকে তুমি খুন করেছ। মনে পড়ছে না?
ক মণ্ডলঃ না।
জেলারঃ মনে পড়ছে না, না ইচ্ছা করে মনে করতে চাইছ না?
ক মণ্ডলঃ না গো বাবু, সত্যি করে বলছি আমার কিছু মনে পড়ছে না।

জেলারঃ ও ! এতো শালা আচ্ছা ঝামেলায় পড়লুম। ও কমল কি করি একটু বুদ্ধি - টুদ্ধি দাও না ?
কমল ঃ কি বলব স্যার কিছুই বঝতে পারছি না।
অহীন ঃ স্যার এ রকম ভাবে হবে না। সেইদিনকার ঘটনাটার একটি vivid Description ওকে দিতে হবে।
জেলার ঃ পারলে আপনি দিন
অহীন ঃ (ক মণ্ডলের কাছে যায়) ক মণ্ডল, খড়দহে তোমার বাড়ি ছিল। বাড়িতে তোমার অন্ধ বুড়ো বাপ, তিন ছেলেমেয়ে আর বউ চাঁ পা। সেখানে একটা Rolling mill -এ তুমি কাজ করতে। মাইনে টাইনে তোমার ভালই ছিল, কিন্তু তোমার অনেক বদ দোষ ছিল। তুমি প্রচণ্ড নেশাখোর ছিলে । ঘরে তোমার সুন্দরী স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তোমার খারাপ পাড়ায় যাতায় াত ছিল। যাই হোক হঠাৎ একদিন শ্রমিক অসন্তোষের দন তোমার কারখানার মালিক তোমাদের কারখানা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন। তোমার বাড়িতে অভাব দেখা দিল। কি ন্তু তবু তোমার নেশার পয়সা যোগাড় করতেই হবে। একদিন যখন তোমার কারখানার গেটের সামনে নতুন ইউনিয়ানের নে তারা তোমাদের উস্কে দিয়ে বক্তৃতা করছিল তখন তোমার খুব নেশা করতে ইচ্ছে হল। তুমি টাকার সন্ধানে কাবুলীওয়ালার কাছে গেলে। সে তোমাকে টাকা দিল না। এক বন্ধু তোমাকে মদ খাওয়ালে। নেশায় টং হয়ে তুমি বাড়ি ফিরলে। বাড়ি ফিরে ই তুমি তোমার অন্ধ বুড়ো বাপকে টাকার জন্যে গাল দিতে লাগলে। তোমার ছেলেমেয়েরা তখন ভাত খাচ্ছিল। তুমি ওদের ওপর রেগে গেলে --- আমার মাল খাওয়ার পয়সা নেই তোরা ভাত খাচ্ছিস ! তুমি মারধোর শু করতেই চাঁপা ছুটে এল তা দের বাঁচাতে -- তখন তুমি চাঁপার কাছে মদ খাবার পয়সা চাইলে -- চাঁপা দিতে পারল না। তখন তুমি সামনে পড়ে থাকা এ কটা থালা তুলে নিলে বিক্রী করে মদ খাবে বলে। চাঁপা বাধা দিলে তুমি তার গলাটা টিপে ধরলে -- সে মরে গেল (হাঁপাতে থাকে)। ক মণ্ডল শুনলে'ত সব কথা ? এইবার মনে পড়েছে ?
ক মণ্ডলঃ না ! (সবাই হতাশাব্যঞ্জক আওয়াজ করে)।
রাম সিং ঃ (কেষ্টকে) আরে ভাই, হিন্দীমে বাতানে সে কুছ ফায়দা হোগা ?
কেষ্টঃ আরে ধ্যুর মাউরা, দেখছিস বাংলাতেই কাজ হচ্ছে না ! হিন্দী !
জেলারঃ ওঃ শালা এতো আচ্ছা ঝামেলায় পড়লুম।
কমলঃ স্যার আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।
জেলারঃ ছাড়।
কমল ঃ মানে বলছিলাম কি আমরা সবাই মিলে ওর সামনে একটা নাটক অভিনয় করে দেখাই না কেন ?
জেলার ঃ তার মানে কি বলতে চাইছ তুমি ?
কমল ঃ বলছিলাম যে ধণ আমাদের মধ্যে কেউ ক মণ্ডল সাজলাম -- কেউ চাঁপারাণী সাজলাম -- কেউ ওর বাপ সাজলাম -- তার পর ধণ সেদিনকার ঘটনাটা পুরো ওর সামনে অভিনয় করে দেখালাম।
জেলার ঃ Not a very bad idea--কি বলেন ডাক্তার সাহেব ? কাজ হতে পারে বলে মনে হচ্ছে।
ডাক্তার ঃ একটা chance নেওয়া যেতে পারে।
জেলার ঃ বেশ তবে শু করা যাক্। কমল তোমার acting– tasting আসে ভালো তুমি ওর বাপটা সাজো। অহীনবাবু অ াপনি ক মণ্ডল (কনস্টেবলদের প্রতি) তোমরা তিনজন ছেলে মেয়ে। আর ডাক্তার সাহেব আপনি চাঁপারাণী।
ডাক্তার ঃ কে আমি ? না না আমাকে ঠিক - না মানে সত্যি কথা বলতে কি এই স্যুট - টুট পরা অবস্থায় -- তার চেয়ে I would suggest বাচস্পতি মশাইকে দিয়ে চাঁপারাণীটা মানে ওর এই নামাবলীটা শাড়ি হিসাবে কাজে লাগানো যেতে প ারে।
বাচস্পতিঃ কে আমি ? আমার দ্বারা ওসব হবেনা, আমার কাজ মন্ত্র পড়া ব্যাস্।
জেলার ঃ বাজে কথা বলবেন না -- সরকারী ব্যাপারে এখানে আমার কাজ বলে আলাদা কিছু নেই।
বাচস্পতিঃ আমি করব না ব্যাস্।
জেলার ঃ আনপাকে করতেই হবে ব্যাস্ --না পারলে আপনার নামে Report করব ব্যাস্।
নকুল ঃ স্যার আমাদের মধ্যেও গণ্ডগোল।

জেলার ঃ তোমাদের আবার কি হল?
কেষ্ট ঃ না স্যার -- ওই লোকটার'ত দুই মেয়ে এক ছেলে তা আমি নকুল আর রামসিংকে বললুম তোরা ফিমেল রে ালদুটো কর তা রামসিং রাজি হচ্ছে না।
রামসিং ঃ নহী হম জানানাকো কাম নহী করেগা।
জেলার ঃ দাঁড়াও দাঁড়াও হড়বড় করোনা। অহীনবাবু ক মণ্ডলের ছেলে মেয়েদের age টা বলুন তো।
অহীন ঃ আজ্ঞে ওর বড় মেয়েটা সাত বছরের -- ছোট মেয়েটা চার বছরের আর একদম ছোট ছেলেটো দু বছরের।
জেলার ঃ ঠিক আছে -- সিনিয়ারিটি অনুযায়ী নকুল তুমি বড় মেয়ে -- কেষ্ট তুমি ছোট মেয়ে আর রামসিং তুম্ ছেলেটা। ন াও আর ঝামেলা কোরো না - শু করো। (এই কথার সঙ্গে দেখা গেল কমল এক জায়গায় বসে খক্ খক্ করে বুড়োদের মত কাশছে। বাচস্পতি নামাবলীটা ঘোমটার ম ত মাথায় দিয়ে কাল্পনিক উনুনের সামনে বসে রান্না করছে। তিনজন ছেলে মেয়ে খেলা করছে। অহীনবাবু এক কোণ থেকে আসতে থাকে)
জেলার ঃ (বাধা দিয়ে) অহীনবাবু কারখানার গেট থেকে -- আমি ইউনিয়ন লীডার বক্তৃতা দিচ্ছি। (বক্তৃতার সুরে) বন্ধুগণ, আজ একম াস হয়ে গেল এ কারখানা বন্ধ রয়েছে। মালিক বলেছে -- মালিক বলেছে -- ও কমল এরপর কি বলব এক টু বলে দাও। মালিক কি বলেছে?
কমল ঃ মালিকেরা যা বলে তাকে তাই বলেছে।
জেলার ঃ হ্যাঁ মালিকেরা যা বলে থাকে তাই বলেছে। কিন্তু কারখানা আমরা খোলাবই তা সে কারখানা থাক আর না থ াক। আমাদের ভেঙে পড়লে চলবে না -- আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে তালগাছের মতন। রবীন্দ্রনাথ ছোট খোকার বইয়েৰ এক জায় গায় বলেছেন -- তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে / সব গাছ ছাড়িয়ে/ উঁকি মারে আকাশে। আমাদের সেই তালগাছ হতে হবে। সববাই - এর মাথা ছাড়িয়ে উঁকি মারতে হবে। আপনারা সব এক জোট হোন। বন্দে - মাট্রম। আম াদের নেতা - যুব যুক জি ও।
অহীন ঃ আরে ধুর -- বাবুদের বক্তিতা শুনে শুনে কান পচে গেল। এখন একটু নেশা করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু পকেটে একটা পয়সা নেই। পয়সা পাই কোথায়। (ডাক্তারকে দেখিয়ে) ওই'ত ওই'ত রহমত খাঁ কাবুলীওয়ালা, ওকেই ধরা যাক্। রহমৎ -- রহমৎ -- রহমৎ ভাই।
ডাক্তার ঃ (কাবুলীওয়ালার ঢঙে) কি খোবর মণ্ডলবাবু, কোমন আছেন?
অহীন ঃ ভাল নয় রহমৎ ভাই -- ভীষণ বিপদের মধ্যে আছি -- আজ একমাস হয়ে গেল কারখানা বন্ধতাই তোমার কাছে এসেছি।
ডাক্তার ঃ হামার কাছে কেন আসিয়াছ? হামিতো তুমাদের কারখানার মালিক নহী আছে।
অহীন ঃ মানে যদি ক'টা টাকা ধার দাও।
ডাক্তার ঃ টাকা ধার দিবে তুমাকে? তুমি টাকা ধার লইলে শোধ দিবে কি করিয়া?
অহীন ঃ কারখানা খুললেই সব শোধ দেব।
ডাক্তার ঃ তুমার কারখানা আর খুলিবে না।
অহীন ঃ আজ না কাল একদিন না একদিন তো খুলবেই।
ডাক্তার ঃ তখন আমিও টাকা দিবে, যত চাহিবে, ততো দিবে -- এখন এক পয়সাও হইবে না। চাই হিঁ চাই হিং।
জেলার ঃ এঃ, ডাক্তারবাবু -- দিলেন সব মার্ডার করে। যে কাব্লে টাকা ধার দেয় সে কখনো হিং বেচে না।
ডাক্তার ঃ বেচে না? সে কি! আমার ধারণা ছিল--
বাচস্পতি ঃ হ্যাঁ - হ্যাঁ - বেচে।
জেলার ঃ যা জানেন না, তা নিয়ে ফড় ফড় করবেন না---
বাচস্পতিঃ আপনি আমার চেয়ে বেশী জানেন? আমি নিজে--
জেলার ঃ ফের বাজে কথা বলছেন? আপনি নিজে দেখেছেন যে কাব্লে হিং বেচে সে টাকা ধার দেয়?
বাচস্পতিঃ শুধু দেখেছি নয় -- আমি নিজে ধার নিয়েছি আমার ষষ্ঠপুত্রের অন্নপ্রাশনের সময়।

কমল ঃ থাক্‌গে ও নিয়ে সময় নষ্ট করার কোন মানে হয় না স্যার -- ওটা খুব minor পয়েন্ট।
জেলার ঃ আর অহীনবাবু ব্যাপারটা আর একটু Realistic কন । অতো sophisticated কথাবার্তা ক' মণ্ডল ক্লাসের লে াকেদের মুখে মানায় না। দু চারটে খিস্তি টিস্তি কন।
অহীন ঃ পারব না স্যার!
জেলার ঃ কি পারবেন না?
অহীন ঃ খিস্তি উচচারণ করতে পারব না। দিব্যি দেওয়া আছে।
জেলার ঃ তার মানে? কিসের দিব্যি?
অহীন ঃ আজ্ঞে, স্যার, এই চাকরীতে ঢোকার পর প্রথম প্রথম খুব মুখ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। যখন তখন খিস্তি বেত। বিয়ের পর প্রথমশ্বশুরবাড়ী গিয়েশ্বশুর মশায়ের সঙ্গে গল্প করতে করতে দুটো কাঁচা খিস্তি বেরিয়ে গেল। সেই থেকে স্ত্রী দিব্যি দিয়ে দি য়েছে খিস্তি উচচারণ করলেই ওর মরা মুখ দেখব।
জেলার ঃ এই চাকরী ছেড়ে পাঠশালা খুলে বসুন গে। ও সব যাক্‌গে -- চালিয়ে চান।
অহীন ঃ না স্যার, আমি বলছিলাম যে ক মণ্ডলটা আপনিই কন। মানে সত্যি বলতে কি to make it more realistic খিস্তি টিস্তি একটা করা উচিত -- আর আপনার ওটা আসে ভালো।
বাচস্পতিঃ না খারাপ কথা বললে আমি এখানে থাকব না, ব্যাস।
জেলার ঃ দেখুন মশাই চাকরী করতে এসে অত পিট্‌ পিট্‌ করলে চলে না। ঠিক আছে ক মণ্ডলটা আমিই করছি। খিস্তি না হয় একটু কম করবো। (আবার যে যার অভিনয়ে মনযোগ দেয়। জেলার সাহেব এক কোণ থেকে ক মণ্ডলের মতন আসেন) ।
কমল ঃ কে রে খোকা এলি?
জেলার ঃ হ্যাঁ
কমল ঃ সারাদিন কোথায় ঘুরিস রে খোকা?
জেলার ঃ গ চরাতে চাই, জানো না কি ধান্দায় আমি ঘুরি?
কমল ঃ কি ধান্দায় ঘুরিস রে খোকা?
জেলার ঃ রাবণের গুষ্টির জাবনার ব্যবস্থা করতে যাই। শোন তোমার কাছে যে লুকানো টাকা আছে সেটা আমায় দাও দিকিনি---
কমল ঃ টাকা? টাকা আমি কোথায় পাব রে খোকা?
জেলারঃ কোথায় পাবে? কেন আমার যখন চাকরী ছিল তখন'ত রোজ আমার পকেট থেকে সরাতে -- সে টাকা কোথায়?
কমল ঃ না বাবা ধম্মস বলছি -- কোনদিনও আমি তোর পকেট থেকে টাকা নিইনি!
জেলার ঃ ফের মিথ্যে বলছো বুড়ো! আমি নিজে চোখে দেখি নি?
কমল ঃ সেতো বাবা একদিন দেখেছিলে তাও নিতে পারিনি। অন্ধ মানুষ আন্দাজে আন্দাজে তোর পায়জামা মনে করে যেট া হাতড়ে ছিলুম সেটা ছিল বৌমার সায়া -- তাতে' বাবা পকেট ছিল না।
জেলার ঃ ওসব আমি জানি না -- আমায় টাকা দাও মাল খাব।
কমল ঃ সত্যি বলছি বাবা, এক পয়সাও আমার কাছে নেই।
জেলার ঃ পারবে না'ত বাপ হয়েছিলে কেন? বাপ হয়ে ছেলেকে এক পাত্তর মাল খাবার পয়সা দিতে পারো নাতো জন্ম দিয়েছিলে কে ন?
বাচস্পতিঃ এ আমার কেমন ধরনের কথা? বাপের সঙ্গে অমনভাবে কথা বলে নাকি নোকে।
জেলার ঃ এই মেয়েছেলে -- না sorry, এই মাগী তুই চুপ করে থাক্‌--
বাচস্পতিঃ ইঃ চুপ করবে -- চুপ করবো কেন শুনি?
নকুল ঃ বাবা আজ চাল এনেছো?
জেলার ঃ না চাল পায়নি।

কেষ্ট ঃ আটা এনেছ?
জেলার ঃ আটা পায়নি।
রাম সিংঃ তব হম্‌লোগ ক্যায়া খায়গা?
জেলার ঃ Idiot! ঘটে যদি একটু বুদ্ধি থাকে। ওর দুই মেয়ে বাঙালী হল, আর ছেলেটা হিন্দুস্তানী! তুম একটা কথাও নেই বোলেগা। খালি য ব বোলেগা তব্‌ কাঁদেগা।
রাম সিংঃ জি হাঁ।
নকুল ঃ চাল আনোনি, আটা আনোনি তবে আমরা খাব কি?
জেলার ঃ আমার মাথা খা।
বাচস্পতিঃ ইঁ যে না মাতা। গোবর পোরা মাতা ওর আবার খাবে কি?
জেলারঃ বাচস্পতি -- এটা personal attack হয়ে গেল।
বাচস্পতিঃ কেন personal attack হতে যাবে কেন? যে কথার যে উত্তর।
জেলার ঃ আপনি মহা ত্যাঁদোর লোক মশাই। সামনা সামনি'ত বলবার সাহস নেই তাই মওকা পেয়ে শুনিয়ে দিলেন। ঠিক আছে আমিও মওকা পেলে এর শোধ তুলব। (আবার ক মণ্ডলের মতন) কি বল্‌লি মাগী আমার মাথায় গোবর পোরা? তোর বাপের মাথায় গোবর পোরা--
বাচস্পতিঃ বাপ তুলে কথা বলবেনি বলে দিচ্ছি।
জেলার ঃ বেশ করবো বলবো -- কি করবি রে তুই মাগী? মারবি?
কেষ্ট ঃ বাবা মা তোমরা ঝগড়া করোনা, আমার ভীষণ ভয় করছে।
কমল ঃ অ খোকা অ বউ কি হলরে তোদের?
জেলার ঃ তোর সব কথায় কাজ কিরে বুড়ো, তুই চুপ করে বসে থাক্‌।
বাচস্পতিঃ মিন্‌সের কথা শুনলে গা জ্বলে যায়। বুড়ো বাপ তাকে বলে কিনা চুপ করে বসে থাক্‌।
জেলার ঃ এই মাগী তুই চুপ করবি।
বাচস্পতিঃ ইঃ চুপ করবে-- চুপ করবো কেন শুনি -- ভাত দেবার কেউ নয় কিল মারবার গোঁসাই।
জেলার ঃ তবে রে মাগী -- (এই বলেই জেলার সাহেব বাচস্পতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন। কনেষ্টবল তিনজন বাবাগো মাগো বলে চ্যাঁচাতে শু করেছে। এর মধ্যে রাম সিং খালি হ্যায় রাম হ্যায় রাম করে কেঁদে যাচ্ছে। জেলার হুঙ্কার দিয়ে ওঠেন) আরে ধ্যুর্‌, এ রকম হেঁড়ে গলায় বাচচার কান্না হলে কারো act ন্দ্ধ-মুড্‌ থাকে? (রাম সিংকে) আর তোমার বুদ্ধি- কবে হোগা? বাঙালীর ছেলে কাঁদবার সময় হ্যায় রাম হ্যায় রাম করত া হ্যায়? যাও ফিন্‌ শু কর।
অহীন ঃ আমি বলছিলাম কি স্যার -- অনেকদূর'ত হোলো। এবার একবার ওকে জিজ্ঞেস করে দেখলে হয় না, ইতিমধ্যে ওর কিছু ম নেন পড়েছে কিনা?
জেলার ঃ হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, ডাক্তার সাহেব -- একবার জিজ্ঞেস করে দেখুন'ত ওর কিছু মনে পড়ছে কিনা?
ডাক্তার ঃ ক মণ্ডল, ও ক মণ্ডল তোমার কি কিছু মনে পড়ছে?
ক মণ্ডল ঃ না।
ডাক্তার ঃ Sorry জেলার সাহেব।
বাচস্পতিঃ চালান চালান, আমার'ত খুব ভাল লাগছে। কবে বাল্যকালে যাত্রা করেছিলুম এখনও দেখছি প্রতিভা মরেনি।
জেলার ঃ আপনার কি মশাই পেছন ফাটছে আমার। কত কষ্ট করে ডায়লগ বানিয়ে বলতে হচ্ছে জানেন?
বাচস্পতিঃ কেন? কেন? এ সংলাপতো প্রত্যেকেরই মুখস্ত থাকা উচিত, বাড়িতে'ত প্রত্যেকেরই পত্নী আছেন।
জেলার ঃ না, আমার পত্নী থাকলেও তাঁর সঙ্গে আমার ঝগড়া হয় না, তিনি আমায় যথেষ্ট স্নেহ করেন (অহীন খুক করে হেসে ওঠে) হাসলেন কেন অহীনবাবু?
অহীন ঃ না, মানে স্নেহ কথাটা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আসলে স্নেহ কথাটা বড়দের ক্ষেত্রে--
জেলার ঃ আপনি বোধহয় জানেন না-- আপনার বৌদি আমার চেয়ে দুই বছরের বড়ো। নিন শু কন---

বাচস্পতিঃ ভাত দেবার কেউ নয় -- কিল মারার গোঁসাই।
জেলার ঃ তা যা না যেখানে ভাল ভ াল খেতে পারবি সেখেনে যা।
বাচস্পতিঃ যাবুইতো, যেখানে দুচোখ যায় সেখানে চলে যাব।
জেলার ঃ চলে গেলেইত পারিস কে তোকে মাথার দিব্যি দিয়েছে থাকতে? তোর বাপের ক্ষমতা থাকে নিয়ে যাক্ তোকে।
বাচস্পতিঃ কেন আমার বাপ নিয়ে যেতে যাবে কেন? ত্যাখনতো আমার বাপের পায়ে ধরে সেধেছিলে বে করবার জন্যি।
জেলার ঃ বয়ে গেছিল আমার, তোর বাপই আমার পায়ে ধরেছিল।
বাচস্পতিঃ মুখ খসে পড়বে তোমার -- আমার বাপের নামে মিথ্যা কথা বললে মুখে পোকা পড়বে তোমার।
জেলার ঃ এরপর আর না মেরে থাকা যায় না। কি বলেন ডাক্তার? তবে রে মাগি (জেলার ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাচস্পতির ওপর। হাঁ হাঁ - করে ছুটে আসে অহীন)
অহীন ঃ না - না - না - সমস্ত ব্যাপারটা গণ্ডগোল হয়ে গেল। আপনার'ত প্রথমবারেই চাঁপার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা নয়। আপনি মদ খাবার টাকা চাইবেন চাঁপার কাছে। সে দিতে চাইবে না, ছেলেমেয়েরা কাঁদতে থাকবে। আপনি তখন থ ালাবাসন চাই বেন বেচে মদ খাবার জন্যে -- সে দিতে চাইবে না -- তখন আপনি ওর গলাটা টিপে ধরবেন।
বাচস্পতিঃ ওরে বাবা এখনও এত কাণ্ড করতে হবে? তাহলে জেলার সাহেব এত জোরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন না কিন্তু -- বড্ড ব্যাথা লাগে।
জেলার ঃ আমার পক্ষে অমন কথা বলা সম্ভব নয়, acting -এর সময়ে আমার কি রকম মুড্ এসে যাবে সে এখন কি করে বলব। এই যে ছেলেমেয়েরা আমি ইশারা করলেই তোমরা কাঁদবে খাবার জন্যে। শু কন বাচস্পতি মশাই।
বাচস্পতিঃ আমার বাপের নাম মিথ্যে কথা বলবে মুখে পোকা পড়বে। (জেলার ইশারা করতেই কনষ্টেবল তিনজন কাঁদতে শু করে)
নকুল ঃ এ্যাঁ - এ্যাঁ - এ্যাঁ - খিদে পেয়েছে।
কমল ঃ অ বৌ -- ঘরে কিছু নেই? ছেলেমেয়েদের দাও না।
বাচস্পতিঃ ঘরে আবার থাকবে কি? যেমন বাপ, ছেলে মেয়েদের খেতি দিতে পারে না।
কেষ্ট ঃ এ্যাঁ - এ্যাঁ - এ্যাঁ - খিদে পেয়েছে।
রাম সিংঃ ও হো হো বড়ি জোরসে ভুখ লাগ বা।
বাচস্পতিঃ অন্য কোন বউ হলে কবে চলে যেত। নেহাৎ আমার মতন সতী - নক্ষী পেয়েছিলে তাই বেঁচে গেলে।,
জেলার ঃ সতী? আমার কাচে আর সতীগিরি ফলাস নি। তুই যদি সতী হবি তাহলে তোর ছোট ছেলেটা মেড়োর ভাষায় কথা বলে কে ন? দ্যুর শালা এ বাড়িতে আর থাকবই না; এই মাগী টাকা দে মাল খাব।
বাচস্পতিঃ এক পয়সাও নেই আমার কাছে।
জেলার ঃ তবে ঐ থালাটা দে - ওইটা বেচে মাল খাব।
বাচস্পতিঃ খবরদার -- ও থালা তুমি ছোঁবেনা -- ওটা আমার বিয়ের সময়কার দানের থালা--
জেলার ঃ দ্যুর শ্যালা -- দানের থালা। (জেলার এই বার একটা কাল্পনিক থালা তুলে নেন। বাচস্পতি সেই থালার অন্যদিকটা ধরে ট ানতে থাকেন। দুজন কিছুক্ষণ টানাটানি করে। তারপর জেলার থালা ছেড়ে দিয়ে বাচস্পতির গলা টিপে ধরেন আর মুখে 'ম র মাগী' বলতে থাকেন। বাচস্পতির দেহ আস্তে আস্তে মাটিতে ঢলে পড়ে; ছেলে মেয়েরা কাঁদতে থাকে -- কমল (বাবা) খা লি খক্ খক্ করে কাসতে থাকে আর বিলাপ করতে থাকে। এমন সময় ক মণ্ডল একটু কান্নার মতন আওয়াজ করে। অহীন বাবু লাফ্ দিয়ে তার কাছে যান)
অহীন ঃ স্যার কেঁদেছে।
জেলার ঃ কেঁদেছে? (বাচস্পতিকে ছেড়ে উঠে আসেন) কই দেখি দেখি। এই -- সর সর সবাই সরে যাও। (বাচস্পতি ছাড় া সবাই ক মণ্ডলকে ঘিরে নানা গুঞ্জন করতে থাকেন। বাচস্পতি পড়ে থাকে নিশ্চল মড়ার মতন, হঠাৎ কমলের চোখ পড়ে তার ওপর)।
কমল ঃ বাচস্পতি মশাই -- ও বাচস্পতি মশাই উঠুন উঠুন আর acting করতে হবে না - ক মণ্ডল কেঁদেছে। বাচস্পতির

নড়ে না। স্যার শিগ্‌গির আসুন।
জেলার ঃ কেন ? কি হল ?
কমল ঃ বাচস্পতি -- নড়ছে না -- উঠছে না -- কথা বলছে না।
জেলার ঃ সে কি? ডাক্তার সাহেব দেখুনতো কি হলো ? (ডাক্তার পরীক্ষা করে গম্ভীর মুখে উঠে দাঁড়ান)
ডাক্তার ঃ I am sorry – He is dead.
জেলার ঃ Impossible (বাচস্পতির কাছে ছুটে যান) বাচস্পতি ও বাচস্পতি -- বাচসপিতি - উঠুন না মাইরি কি ইয়ারকী করছেন। উঠ্‌ছে না। আপ নারা, আপনারা বিশ্বাস কণ আমি -- আমি খুব আস্তে ওর গলাটা টিপে ধরেছিলাম। ও মরে নি -- মাইরী বলছি মরে নি। ড াক্তার ডাক্তার please একটু দেখুন -- আর একবার আপনার সেই হেঁইও মারি কণ please
ডাক্তার ঃ কোনো লাভ নেই--- He is already dead.
জেলার ঃ না - না - না --- এ হতে পারে না, হতে পারে না। বাচস্পতি, বাপ আমার ভাই আমার, দাদা আমার, ওঠো ভ াই ওঠো--- এক বার চোখ খুলে তাকাও। ওঠো ভাই ওঠো -- ওঠ্‌ নারে শালা (এই কথা বলে জেলার সাহেব কেঁদে ব াচস্পতির বুকের ওপর পড়ে এবং সরবে কাঁদতে থাকেন। তারপর হঠাৎ মুখ তুলে দেখেন সবাই তাঁর দিকে তাকিয়ে) একি আপনারা সবাই আমার দিকে অমনভাবে তাকিয়ে আছেন কেন? বিশ্বাস কন আমি ওকে মারতে চাইনি। ওর ওপর আমার কোন রাগ ছিল না -- যা একটু খ্যাচখ্যাচ্‌ করতাম ওকে শুধু সংস্কৃতের জন্যে। ছেলেবেলায় আমি সংস্কৃতে বার বার ফেল করতাম। -- তাই সংস্কৃত ব লা লোক দেখলেই আমার রাগ হয় -- কিন্তু তার জন্যে কাউকে খুন করার কথা আমি ভ াবতেই পারি না। আপনারা আমাকে বিশ্বাস কন। হায় ভগবান, কেউ আমাকে বিশ্বাস করছে না।
অহীনঃ কমলবাবু, হেডকোয়ার্টরে ফোন করে ব্যাপারটা জানান দরকার। Doctor what is your opinion?
ডাক্তার ঃ Well you can call it a case of murder.
জেলার ঃ না মাইরী না, মার্ডার নয় -- এটা accident.
অহীন ঃ তা কি করে হবে স্যার ?
জেলার ঃ accident নয় ? আমি তো আস্তেই ওর গলাটা টিপে ধরেছিলুম, ও যে আমাকে ফাঁসাবার জন্যে মরে যাবে কে জানত; বিশ্বাস কন এ টা accident.
অহীন ঃ তাহলে তো ক মণ্ডলের বেলাতেও ব্যাপারটা accident হতে পারত।
জেলার ঃ দুটো case এর মোটিভ সম্পূর্ণ আলাদা অহীনবাবু। ক মণ্ডল তার বউকে মেরেছিল আর বাচস্পতি মরে গেছে।
অহীন ঃ তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, বাচস্পতি সুইসাইড করেছেন?
জেলার ঃ আমি যে কি বলতে চাইছি -- আমি, নিজেই জানি না। ডাক্তার সাহেব আমাকে বাঁচান।
ডাক্তার ঃ না মানে আমি আপনাকে কেমন করে বাঁচাব? মানে আপনার তো কোন অসুখ বিসুখ করেনি।
জেলার ঃ হায় ভগবান, কে বাঁচাবে আমাকে? (এদিক ওদিক তাকিয়ে হঠাৎ ক মণ্ডলের দিকে চোখ পড়ে) ক মণ্ডল -- তুমি তুমি পার আমাকে বাঁচাতে -- তুমি -- তুমি সাক্ষী-- তুমি দেখেছ ত যে তোমাকে শুধু বোঝাবার জন্যেই আমি ওর গলাটা টিপে ধরেছিলু ম-- আমি ওকে ইচ্ছে করে মারিনি।
অহীন ঃ ওকে সাক্ষী মেনে কি করবেন স্যার? একটু বাদেই তো ওর সব কথা মনে পড়ে যাবে আর তখুনি আমরা ওকে ফাঁ সি কাঠে ঝোলাব।
জেলার ঃ তাই ত! হে ভগবান ওর যেন কিছু মনে না পড়ে। ক মণ্ডল তুমি সব ভুলে যাও। তুমি ক মণ্ডল নও -- চাঁপা তোম ার কেউ নয় ; তুমি কাউকে গলা টিপে খুন করনি।
কমল ঃ সে কি স্যার ! এই একটু আগেই ত আপনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন যাতে এর সব কথা মনে পড়ে।
জেলার ঃ আরে বাবা যেতো চাকরী বাঁচানোর জন্যে। এখন যে প্রাণ বাঁচান দরকার।
অহীন ঃ Sorry sir -কোন উপায় নেই --ঘটনাটা আমাদের হেড কোয়ার্টরে জানাতেই হবে। কমলবাবু একটা ফোন কন।
জেলার ঃ ও কমল তোমায় আমি কত ভালবাসি -- এক্ষুনি ফোন কোরোনা -- ওরে বাবারে কি মুশকিলেই পড়লুন রে বাব া, ও নকুল, মেমসাহেবকে গিয়ে বল -- ঘোল আর করতে হবে না। (জেলার সাহেব ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকেন। সব

াই তাঁকে নানা রকম সান্ত্বনা দিতে থ াকে হঠাৎ রাম সিংহ প্রচণ্ড ভয় পেয়ে মুখে গোঁ গোঁ আওয়াজ করতে থাকে ... সবাই রাম সিংয়ের দিকে তাকায় এবং ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে দেখে বাচস্পতি নড়ে চড়ে উঠে বসলেন)
বাচস্পতিঃ কই কতদূর এগোলো ?
কমল ঃ একি বাচস্পতি মশাই ? আপনি মারা যান নি?
বাচস্পতিঃ গিয়েছিলুম ত, কিছুক্ষণের জন্যে।
ডাক্তার ঃ তার মানে?
বাচস্পতিঃ আমি যেই দেখলাম, জেলার সাহেব জোরে গলাটা টিপে ধরেছেন বুঝলুম যে ওঁর মুড এসে গেছে। আর অমনি দিল াম ৬৪নং যোগাসন প্রয়োগ করে--- আধ ঘন্টা স্বেচ্ছামৃত্যু -- হেঁ - হেঁ - হেঁ -- একেই বলে যোগবল যোগবল।
জেলার ঃ আপনি আর দাঁত বের করে হাসবেন না! রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছে! ইচ্ছে করছে পট্ পট্ করে আপনার দঁ াতগুলো তুলে ফেলি। অহীনবাবু দেখুন ত ও ব্যাটা কেন কেঁদেছিল ? ওর কি কিছু মনে পড়েছে ?
অহীন ঃ হ্যাঁ স্যার মনে হয় -- কিছু মনে পড়েছে ?
জেলার ঃ চলুন দেখি। ও ক মণ্ডল তোমার সব কিছু মনে পড়েছে তো ?
ক মণ্ডল ঃ হ্যাঁ গো বাবুরা, আমার সব মনে পড়ে গেছে।
জেলার ঃ কি মনে পড়েছে ?
ক মণ্ডলঃ বাবুরা আমার একটা সোনার সোম্সার ছেলো।
বাচস্পতিঃ সোনার সংসারই তো। তিন ছেলেমেয়ে এক বউ। আমার মতন তো নয় -- ন ছেলেমেয়ে দুই বউ।
জেলার ঃ আঃ থামুন না মশাই -- আপনার কেচ্ছা কে শুনতে চেয়েছে ?
বাচস্পতিঃ কেচ্ছা বলছেন কেন?
জেলার ঃ কেচ্ছা নয় ? মেয়ের বয়সী শালী তাকে আবার বিয়ে করেছেন।
বাচস্পতিঃ ওঃ! এতেই আপনার শরীরের রক্ত উত্তপ্ত হয়ে পড়লো ? তা আপনার বউ কেন ফি শনিবার শনি পূজো করান তা কি আপ নি অনুমান করতে পারেন?
জেলার ঃ কেন আবার, আমার মঙ্গলের জন্যে ?
বাচস্পতিঃ আপনার মঙ্গলের জন্যে না হাতি! আপনার বউ নিজে আমায় বলেছেন ঠাকুর মশাই শনি ঠাকুরকে বলুন যে ও রাক্ষুসীর ন জর থেকে আপনার বড় সাহেবকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। আর রাক্ষুসীটি যে আপনার খুড়তুতো শালী তা কি আর জেল ক স্পাউণ্ডের কা জানতে বাকি আছে ?
অহীন ঃ স্যার -- আপনারা যদি এই সময়ে ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে মাতামাতি করেন তাহলে কাজের দেরী হয়ে যাবে।
জেলার ঃ ঠিক আছে -- আগে ক মণ্ডলকে ঝোলাই তারপর দেখবেন আপনাকে কেমন ঝোলাব। হ্যাঁ ক মণ্ডল যা বলছিলে তোমার এ কটা সোনার সংসার ছিল--- তারপর ?
ক মণ্ডল ঃ আমার একটা চাকরী ছেলো।
অহীনঃ তারপর ?
ক মণ্ডলঃ আমার ঘরে সুখ ছেলো -শান্তি ছেলো। রোজ সন্দ্যেবেলায় য্যাখন আমার বউ উঠোনের তুলসীতলায় পিদিম ল াগাত, য্যাখ ন আমার অন্ধ বুড়ো বাপ দাওয়ায় বলে তার নাতি - নাত্নীদের গল্প শোনাত ত্যাখন আমি কাজের থেকে ঘরে ফেরতাম।
কমল ঃ তারপর ? ক মণ্ডলঃ আমার ছোট ছেলেটা বাবু আমার খুর ন্যাওটা ছেলো। আমি ঘরে ফিরলিই আমায় পায়ে প ায়ে পোষা বেড়ালের মতন ঘুরে বেড়াত আর য্যাখন - ত্যাখন ফোক্লা গালে আমার মুখির দিকে তাকিয়ে হাসত। আর ত্যাখন বাবুরা সুখে আমার বুকের মধ্যিটা উথাল - পাতাল হয়ে উঠ্ত।
ডাক্তার ঃ তারপর ?
ক মণ্ডলঃ তারপর হঠাৎ একদিন কারখানায় গিয়ে দেখি কারখানার গেটে বিরাট তালা ঝুলতেছে রাতারাতি তালা লাগ ায়ে মালিকের া নাকি পালায়ে গেছে।

বাচস্পতিঃ তারপর?

ক মণ্ডল ঃ তারপর বাবুরা দিনির পর দিন বসে থেকেছি কারখানার গেটের সামনে। ভেবেছি আজ না হোক কাল তালা খুলবেই -- আ মাদের এতগুলান মান্ষের পেটের ভাত কেড়ে নিয়ে মালিকেরা নেশ্চয়ই পালায়ে যাবে না-- তেনারাও তো মানুষ! আস্তে আ স্তে কারখানার লোহার গেটে মরচে ধরে গেলো গো বাবুরা -- কারখানার ভেতরের সাজানো ফুলের ব াগানটা জঙ্গল হয়ে গে লগো বাবুরা। আমাদের প্যাটে টান পড়তি লাগল। জমানো ট্যাকা যে ক'টা ছেলো সব শেষ হয়ে গেল। বাড়ির ঘটি বাটি এ কটা একটা করে বেচতে শু করলাম। এ কারখানা সে কারখানা ঘুরি বেড়াতি লাগলাম, একটা কাজের আশায় -- কিন্তু কে উ কাজ দেলে না। ভাবলুম চাষীর ছাওয়াল আমি চাষ করি খাব। নিজির জমি জেরাত'ত কিছু নি, তাই ভাবলুম পরের জমি তে নাঙল দেব। কিন্তু এক ছটাক জমিও কেউ দেলে না। আর ইদিকে আমার ছেলেমেয়েগুল ান দিন দিন নিস্তেজ হয়ে যেতে নাগল। আমার বুড়ো বাপটা আরও বুড়ো আরও দুববল হয়ে যেতি নাগল। আমার ছোট ছেলেটা যে আমার দিকি চেয়ে খা লি হাসত-- সে হাসি ভুলে ড্যাব ড্যাব করি আমার দিকি তাকায়ে থাকত। যেন ওই চে াখ দুটো দে আমায় বলত-- বাপ্ --- আ মার খিদে নেগেছে রে, আমাকে দুটো খাতি দে। আর কষ্টে আমায় বুকের পাঁজর াগুলান টন্ টন্ করে উঠত বাবুরা -- আমি চোরের মতন ওর চোখের সামনি থিকে পালায়ে যেতাম।

জেলার ঃ তারপর ? তারপর?

ক মণ্ডলঃ তারপর একদিন অনেকরাতে চোরের মতন বাড়ি ফিরেছি ভেবেছি ছেলেমেয়ে গুলান বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরে ঢুকে দেখি -- আমার ছেলেমেয়ে গুলান বসি ভাত খাচ্ছে। আমার বুকের মধ্যি ধক্ করে উঠ্ল বাবুরা -- চাল পেলে কোথায়? চাঁপা বললে ছেলেমেয়েদের খিদের কান্না সহ্য করতি না পেরে ও দু-মুঠো চাল চুরি করে এনেছে। আমার মাথ ার মধ্যে আগুন জ্বলে গেল বাবুরা -- আমি দৌড়ে গেলাম ওদের ভাতের থালাটা টান মেরি ফেলি দেতে -- না, চুরি কর া চালের ভাত আমার সন্তানদির মুখে তুলতি দেব না। চাঁপাছুটি এসে আমার পায়ে পড়ে বললে -- ওগো ওদের বড্ড ক্ষিদে নেগেছে-- ওরা যে অনে কদিন কিচু খায়নি। আমায় তখন দানোয় পেয়েছে বাবুরা। আমি জোর করে চাঁপাকে সর াতে দিতে গেলাম, আমার হাতটা গিয়ে ওর গলায় পড়ল--- বাঁবুরা চাঁপাও তো অনেকদিন কিছুখায়নি -- দুববল শরীল -- সে ধাক্কা সহ্য করতি পারলে না; পড়ে গেল -- আর উঠল না। আমার চাঁপা আর উঠ্ল না। বাবুরা তোমরা আমায় ফাঁসি দাও -- আমার হাত বাঁধতি হবে না, আ মার চোখ বাঁধতি হবে না -- নে চল ফাঁসী কাটের কাছে -- আমি নিজি ফঁ াসীর দড়ি গলায় পরি নেব। বাবুরা তোমরা আমায় ফাঁসী দাও-- অমি আমার চাঁপার কাছে চলি যাই --চাঁপারে গিয়ে বলি -- চাঁপারে আমি তোরে মারিনি তবু ওরা আমায় ফাঁসী দেলে। যারা তোকে সত্যি মেরেছে -- তাদের 'ত কেউ চেনে ন া -- তাই তাদের ফাঁসী কোন দিনও হবে না।

জেলার ঃ (হঠাৎ খুব চেঁচিয়ে) Hang him till death!

(এই কথা উচচারণের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ এক মুহূর্ত অন্ধকার। আবার আলো জ্বলতে দেখা গেল-- পেছনে অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল আলোয় ক মণ্ডলের দেহটা ঝুলছে -- আর সামনের অংশে আলো আঁধারিতে বাকি সবাই ওর দিকে মুখ করে এ্য াটেনশান অবস্থায় ফ্রিজ হয়ে রয়েছে। আজকাল ট্রাম - বাসে অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্পর্কিত যে সব সরকারী পোষ্টার দেখা যায় তার অনুলিপি কালো পর্দার উপর রাখা যেতে পারে।)

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com